দৈনিক জনকণ্ঠ

APR 21 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রদলের কাণ্ড ॥ উজিরপুরে বাজি ধরে কলেজ ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি ॥ বিবস্ত্র করার চেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল থেকে ॥ বন্ধুর প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় ছাত্রদল ক্যাডাররা বাজি ধরে এক কলেজ তরুণীর শ্লীলতাহানি করেছে। তারা তাকে বিবস্ত্র করারও চেষ্টা চালায়। তরুণী চিৎকার করে নিজের শেষ রক্ষা করে। আর ক্যাডাররা বাজি জিতে নিজেরা ভূরিভোজ করে। লোকলজ্জা আর ক্যাডারদের ভয়ে ঐ তরুণীর এখন কলেজে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে কলেজের সাধারণ ছাত্ররা ওই ক্যাডারদের বিচারের দাবিতে বুধবার কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছে। উজিরপুর উপজেলার শিকারপুর শেরেবাংলা ডিগ্রী কলেজে এ ঘটনা ঘটে। কলেজ সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র এই সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কলেজের কয়েক শিক্ষক আমাদের জানান, বরিশাল অমৃতলাল দে কলেজের ছাত্র সোহেল দেওয়ানের বাড়ি উজিরপুরের বামরাইল গ্রামে। শিকারপুর শেরেবাংলা ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী এক তরুণীকে সে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু ওই তরুণী তা প্রত্যাখ্যান করে। এর পর থেকেই সোহেল দেওয়ানের বন্ধু শেরেবাংলা ডিগ্রী কলেজের বিএনপির কয়েক ছাত্রদল ক্যাডার তাকে বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করত। কলেজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র জানায়, ওই ৪/৫ ক্যাডার নিজেদের মধ্যে বাজি ধরে ও তরুণীকে হেনস্থা করার জন্য। ৪ এপ্রিল ক্লাস শেষে ও তরুণী বাড়ি ফেরার উদ্যোগ নিলে ওই ৪/৫ ক্যাডা তাকে খালি কক্ষে কথা শুনতে ডাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বে তরুণী তাদের কথা শুনতে ওই কক্ষে যায়। ওই কক্ষে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাডাররা তার শরীরের ওপ হামলে পড়ে। তার ওপর যৌন নিপীড়ন চালায় তরুণীটি তাদের বাধা দিতে গেলে তারা তাকে বিব করার চেষ্টা চালায়। তরুণী চিৎকার করে কোনভাবে তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বাড়ি ফেরে অন্যদিকে ক্যাডাররা তাদের বাজির সফলতায় ওই দি ভূরিভোজও করে।

লোকলজ্জার কারণে ওই তরুণী এর পর থেকে কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তরুণীর পরিবার সামাজিক কারণে এ নিয়ে কোন মামলা-মোকদ্দমাও করেনি এদিকে কলেজে বিষয়টি জানাজানি হলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের ক্যাডার হবার কারণে তাদে বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণেও সাহস পায়নি। বুধবা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এ ঘটনার বিচারের দাবিতে কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে। শনিবার পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রদল ক্যাডারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।